



৬৯ সূরা আয্‌ যারিয়াত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬৯ আয়াত এবং ৩ রুকু আছে ।

- ১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
পরম দয়াময় ।
- ২। কসম তাহাদের যাহারা অত্যধিক ছড়ায়, وَالَّذِي تَدُورُ ②
- ৩। অতঃপর কসম বোঝা বহনকারীদের, فَالْخِيلِ وَقَرَأَ ③
- ৪। অতঃপর কসম মৃদু গতিতে ধাবমানগণের, فَالْجَرِيَّتِيسِرًّا ④
- ৫। অতঃপর কসম (আমাদের) হুকুম (অনুযায়ী) রহমত বারি) فَالْمَقْنِتِ أَمْرًا ⑤
বন্টনকারীগণের,
- ৬। তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে উহা إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ⑥
নিশ্চয় সত্য,
- ৭। এবং বিচার (দিবস) অবশ্যই সংঘটিত হইবে । وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ⑦
- ৮। কসম বহু (কক্ষ) পথ-বিশিষ্ট আকাশের, وَالسَّمَاءِ قَابَ الْقُبُكِ ⑧
- ৯। নিশ্চয় তোমরা পরস্পর বিরোধী কথায় নিপু । إِن كُنتُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّتَفِلِفٍ ⑨
- ১০। (কেবল) সেই বাস্তবিক উহা (সত্য) হইতে ফিরানো হয়, يُؤْتِكُ عَنْهُ مَنْ أُولِكُ ⑩
যাহাকে (সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) ফিরানো হইয়াছে ।
- ১১। ধ্বংস হইল তাহারা যাহারা অধিক আনন্দানন্দ فَقِيلَ الْخَوْصُونَ ⑪
কথা বলে,
- ১২। যাহারা গভীর অজ্ঞতায় (সত্য সম্বন্ধে) উদাসীন হইয়া الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ⑫
রহিয়াছে
- ১৩। তাহারা প্রশ্ন করে, 'বিচার দিবস কখন হইবে ?' يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ ⑬
- ১৪। (তুমি বল), 'ইহা সেই দিন হইবে যখন তাহাদিগকে يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ⑭
যাগনের আসাবে নিপতিত করা হইবে ।'
- ১৫। (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে), 'তোমরা তোমাদের ذُوقُوا وَفُتِنْتُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَحْجِلُونَ ⑮
অগ্নি-যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ কর, ইহা সেই (অগ্নি-যন্ত্রণা) যাহার
ইরিত আগমন তোমরা কামনা করিত ।'

১৬। নিশ্চয় মৃত্যুকীর্ণ বাগান ও ঝরণাসমূহের মধ্যে থাকিবে,

إِنَّ السَّاقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

১৭। তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা কিছু দান করিবেন তাহারা উহা গ্রহণ করিতে থাকিবে, কারণ তাহারা ইহার পূর্বে সৎকর্মশীল ছিল;

أَخْذِينَ مَا أَنَّهُمْ رَنَّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا ابْئِيلَ
ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝

১৮। তাহারা রান্নে অল্পই ঘুমাইত;

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝

১৯। এবং তাহারা প্রভাতে ক্রমা প্রার্থনা করিত;

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝

২০। বস্তুত তাহাদের ধন-সম্পদের মধ্যে হৃৎ রহিয়াছে তাহাদের যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাহাদেরও যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে না।

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْزُورِ ۝

২১। এবং দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী আছে,

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝

২২। এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তথাপি কি তোমরা দেখিতেছ না ?

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَذَلَاتٌ يُجْهَرُونَ ۝

২৩। এবং আকাশে তোমাদের রিয়ক আছে এবং উহাও আছে যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

وَفِي السَّمَاءِ وَرُفُفُكُمْ وَمَا تَوَعَّدُونَ ۝

২৪। এবং আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের কসম, নিশ্চয় ইহা (কুরআন) সেইভাবেই সত্য যেভাবে তোমরা কথ্য বলিতেছ।

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ
تَنْطِقُونَ ۝

২৫। তোমার নিকট কি ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানগণের রুডান্ত পৌছিয়াছে ?

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۝

২৬। যখন তাহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন তাহারা বলিল, 'সালাম' (শান্তি বর্ধিত হউক)! সে বলিল, 'সালাম!' (ইব্রাহীম মনে মনে বলিল), 'লোকগুলি অপরিচিত মনে হইতেছ।'।

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ
مُّنْكَرُونَ ۝

২৭। এবং সে নিরবে নিজ পরিবারের নিকটে চলিয়া গেল এবং একটি মোটা ডাড়া গো-বৎস লইয়া আসিল,

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ۝

২৮। এবং উহা তাহাদের সম্মুখে রাখিল এবং বলিল, 'আপনারা কি খাইবেন না ?'

فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝

২৯। এবং সে তাহাদের নিকট হইতে ভীতি অনুভব করিল, তাহারা বলিল, 'ভীত হইও নাঃ' এবং তাহারা তাহাকে এক জানবান পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিল।

৩০। তখন তাহার স্ত্রী অত্যন্ত লজ্জিত ও হতভয় হইয়া সম্মুখে আসিল এবং সে নিজ মুখ করাহাত করিয়া বলিল, 'আমি তো একজন বন্ধা, বন্ধা।'

৩১। তাহারা বলিল, 'এইভাবেই, তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি পরম প্রভাময়, সর্বজ্ঞানী।'

৩২। সে (ইব্রাহীম) বলিল, 'হে দূতগণ! তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি?'

৩৩। তাহারা বলিল, 'আমরা এক অপরাধপরায়ণ জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছি,

৩৪। যেন আমরা তাহাদের উপর মৃত্যিকা-জাত প্রস্তররাশি বর্ষণ করি;

৩৫। যেগুলিকে তোমার প্রতিপালকের দরবারে সীমানংঘনকারীদের শাস্তির জন্য চিহ্নিত করা হইয়াছে।'

৩৬। সুতরাং সেখানে যাহারা মো'মেন ছিল তাহাদিগকে বাহির করিয়া লইলাম।

৩৭। এবং আমরা সেখানে (আমাদের প্রতি) আশ্বসমর্পণকারীদের মাত্র একটি ঘরই পাইলাম।

৩৮। এবং আমরা সেখানে সেই সকল লোকদের জন্য এমন একটি নিদর্শন রাখিয়া দিলাম, যাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করিয়া চলে।

৩৯। এবং মূসার (রহত্বের) মধ্যেও (অনেক নিদর্শন রহিয়াছে) যখন আমরা তাহাকে ফেরাউনের নিকট সম্পদ প্রমাণ সহকারে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

৪০। কিন্তু সে তাহার শক্তির অহমিকায় মুখ ফিরাইয়া নইল এবং বলিল, 'সে তো একজন যাদুকর অথবা একজন উদ্ভাদ।'

৪১। সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার সৈন্যদলকে ধৃত করিলাম, অতঃপর তাহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম; ফলে সে অদ্যাবধি তিরস্কৃত হইতেছে।

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَعْظُمَا وَبَشِّرُوهُ بَعْلَامٍ عَلَيْهِمُ ①

فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرٍّ فَصَلَّتْ وَجْهَهَا وَ قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ②

قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ③

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ④

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ⑤

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ⑥

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ⑦

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑧

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑨

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ⑩

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ⑪

فَقَوْلِهِ رَبِّنِي وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ أَجْنُونٌ ⑫

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ ⑬

⑭

৪২। এবং 'আদ' জাতির মধ্যেও (নিদর্শন রহিয়াছে) যখন আমরা তাহাদের উপর এক সর্বনাশা বজ্রা বায়ু প্রেরণ করিয়াছিলাম;

৪৩। উহা যাহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইত উহাকে পচা-গলিত অস্থিপুঞ্জ পরিণত না করিয়া ছাড়িত না।

৪৪। এবং 'সামুদ' জাতির মধ্যেও (নিদর্শন রহিয়াছে) যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'ভোগ করিয়া নও স্বল্পকাল।'

৪৫। কিন্তু তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আদেশকে অমান্য করিল, তখন তাহাদিগকে বজ্রাঘাত দ্বিত করিল এবং তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছিল;

৪৬। এবং তাহারা না উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল এবং না কাহারও নিকট হইতে কোন সাহায্য লাভ করিতে পারিল।

৪৭। এবং পূর্বে নূহের জাতিতেও (আমরা ধ্বংস করিয়াছিলাম), নিশ্চয় তাহারা এক অবাধা জাতি ছিল।

৪৮। এবং এই যে আকাশ—আমরা উহাকে আমাদের হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, এবং নিশ্চয় আমরা মহা সম্প্রসারণকারী।

৪৯। আর এই যে পৃথিবী — আমরা ইহাকে বিছনারূপে বিস্তার করিয়াছি এবং আমরা কত উত্তম বিস্তারকারী!

৫০। এবং আমরা প্রত্যেক বস্তুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

৫১। অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও, নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।

৫২। এবং তোমরা আল্লাহর সহিত অন্য কোন মতাদেশ স্থির করিও না, নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।

৫৩। এইসব তাহাদের পূর্ববর্তীদের নিকট এমন কোন রসূল আগমন করে নাই যাহাকে তাহারা একজন মাদুকর অথবা স্বেচ্ছা উদ্ভাদ বনি-মাস্বায়িত করে নাই।

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ۝

مَا تَذُرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرِّيمِ ۝

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا خَلْ جِبْنَ ۝

فَتَعْتَوِا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَاخَذَ تَهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَسْتَجِرِينَ ۝

۞ وَثَمُودَ نُوْحٍ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۝

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيِّدُونَ ۝

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

فَوَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ۝

৫৪। তাহারা কি একে অপরকে (এই আচরণের) ওসীয়াত করিয়া গিয়াছিল? না, বরং তাহারা সকলে বিদ্রোহপরায়ণ জাতি।

اتَّوَاصُوا بِبَلِّ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। সুতরাং তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া নও; এবং তুমি (তাহাদের কার্যকলাপের জন্য) তিরস্কৃত হইবে না।

تَوَلَّ عَنْهُمْ مِمَّا آتَتْ بِكُلُومٌ ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং তুমি বারংবার উপদেশ দিতে থাক; কেননা নিশ্চয় উপদেশ মোমেনদের উপকার সাধন করে।

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং আমি জিন্ন ও ইনসানকে শুধু এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যেন তাহারা কেবল মাত্র আমারই ইবাদত করে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং আমি তাহাদের নিকট কোন রিয্ক চাহি না এবং ইহাও চাহি না যে তাহারা আমাকে খাদ্য দান করুক।

مَا أَرْيَدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٨﴾

৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়।

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٩﴾

৬০। অতএব যাহারা যুলুম করিয়াছে নিশ্চয় তাহাদের জন্য সেইরূপ ভাগ্য নির্ধারিত আছে যেইরূপ তাহাদের (সমমতাবলম্বী) সঙ্গীদের ভাগ্য নির্ধারিত ছিল; সুতরাং তাহারা যেন আমার নিকট (শাস্তি চাহিতে) বাস্ততা না দেখায়।

فَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مُنْقَلًا عَنْهُمْ وَأَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعِجِلُونَ ﴿٦٠﴾

৬১। সুতরাং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য সেইদিন দুর্ভোগ হইবে, যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া ৪) হইয়াছে।

فَمَوِيلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦١﴾